শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের

দুনিয়াবিমুখতা

‘আয-যুহদুল কাবীর’ গ্রন্থের অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের দুনিয়াবিমুখতা

মূল

ইমাম বাইহাকি ﵀

(মৃত্যু ৪৫৮ হিজরি)

অনুবাদ

মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

শারঈ সম্পাদনা

শাইখ আবদুল্লাহ আল মামুন

সন্দীপন

প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

■ **লেখকের কথা ১৯**
■ **অনুবাদকের কথা ২০**
■ **সম্পাদকীয় ২২**
■ **যুহদ ও যাহিদ : পরিচয় ও প্রকারভেদ ৩৬**

অবহেলিত অনুগ্রহ ৩৬
যুহদের দুই পিঠ ৩৬
যুহদের ভান ৩৭
যুহদের আলৌকিকতা ৩৭
মানুষের আসল দায়িত্ব ৩৮
দুনিয়ার চার অংশ ৩৮
একটি আয়াতের ব্যাখ্যা ৩৯
দুনিয়া-আখিরাত উভয়টি অর্জনের পন্থা ৪০
যাহিদের দিনকাল ৪০
দুনিয়ার প্রতি আল্লাহর নির্দেশনা ৪০
সর্বক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ ৪১
দুনিয়াদারের সম্মান ৪১
দেহ ও অন্তরের যুহদ ৪১
যুহদের স্তর ৪১
দুনিয়ার প্রতি তাচ্ছিল্য-অহংকার ৪২
সুস্থ, পবিত্র, চক্ষুষ্মান, বুদ্ধিমানের পরিচয় ৪২
হালাল জিনিস উপভোগের জবাবদিহিতা ৪৩
দুনিয়ার জন্য নিজেকে কষ্টে ফেলা ৪৩
হালালের ব্যাপারে যুহদ ৪৪

যুহদের প্রকারভেদ ৪৪
যাহিদের বৈশিষ্ট্য ৪৫
ধনাঢ্যতা ও দারিদ্র উভয়ই কল্যাণের লক্ষণ ৪৬
পার্থিব সম্মান সাময়িক ৪৬
যুহদের প্রশস্ত সংজ্ঞা ৪৭
কঠিনতর যুহদ ৪৭
যুহদ যখন সহজ ৪৮
সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যাহিদ ৪৮
শুধু হারাম পরিহার করাই যুহদ নয় ৪৯
স্রষ্টামুখী হয়ে সৃষ্টিবিমুখ হওয়া ৪৯
কষ্ট যুহদের অবিচ্ছেদ্য অংশ ৫০
যুহদের বিভিন্ন ক্ষেত্র ৫০
দুনিয়াবঞ্চিত হওয়ার কারণ ৫১
যুহদের প্রকাশভঙ্গি বিভিন্নরকম ৫১
যুহদের প্রশস্ত ব্যাখ্যা ৫২
আল্লাহর বদলে ইবাদাতের ওপর নির্ভর করা ৫৩
আল্লাহ-প্রেমিকের পরিচয় ৫৩
আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব ৫৪
যুহদের ব্যাপারে মনীষীদের বুঝ ৫৫
যাহিদের বিস্তারিত পরিচয় ৫৬
ধনাঢ্যতার সাথে যুহদের সম্পর্ক ৫৭
প্রয়োজনের অধিক উপার্জনের অসম্ভাব্যতা ৬০
যুহদের মধ্যমপন্থা ৬০
অল্পে তুষ্টি ৬১
অপরের সম্পদের প্রতি নিরাসক্তি ৬২
সৃষ্টির মুখাপেক্ষিতার পরিণাম ৬৩
নির্জনবাস গ্রহণ এবং অখ্যাত থাকা ৬৫
ইলম, ইবাদাত ও নির্জনতা ৬৬
কষ্ট থেকে মুক্তি ৬৬
কল্যাণ বনাম শান্তি ৬৬
নির্জনতা প্রজ্ঞার অংশ ৬৭
আড্ডাবাজি পরিহার ৬৭

মেলামেশার উভয়-সঙ্কট ৬৭
নির্জনতা যিকরের সহায়ক ৬৮
অখ্যাত ব্যক্তির প্রতি রহমতের দুআ ৬৮
কুরআন-সুন্নাহর সাথে একাকিত্বের মর্যাদা ৬৮
আল্লাহ, নবি ﷺ ও সাহাবিদের সঙ্গলাভ ৬৮
ধূর্ততার যুগ আসন্ন ৬৯
প্রকৃত ঈর্ষণীয় ব্যক্তি ৬৯
নির্জনতাকে ভালোবাসার অর্থ ৬৯
প্রসিদ্ধ হয়ে গেলে করণীয় ৭০
আল্লাহর কাছে পরিচিতিই যথেষ্ট ৭১
দুনিয়ায় খ্যাতি ক্ষতির কারণও হতে পারে ৭১
অপ্রয়োজনীয় দেখা-সাক্ষাৎ নিরুৎসাহিতকরণ ৭১
মানুষের করা প্রশংসা বা নিন্দা ত্রুটিপূর্ণ ৭২
মানবসঙ্গ যখন পরিহার্য ৭৩
অখ্যাতিই প্রকৃত যুহদ ৭৩
নিঃসঙ্গতা যখন আনন্দ ও শিক্ষণীয় ৭৪
গোপন ইবাদাতের সাক্ষী ফেরেশতাগণ ৭৪
মন্দ অভিজ্ঞতার আশঙ্কায় মানবসঙ্গ ও জনসমাগম পরিহার ৭৪
মানুষের কটুকথা থেকে বাঁচা অসম্ভব ৭৬
সকলের সন্তুষ্টি অর্জন অসম্ভব ৭৬
আদম-সন্তানের স্বভাব ৭৭
সংঘবদ্ধ ফরয ইবাদাত ব্যতীত জনসমাগম পরিহার ৭৭
নির্জনতার যুগ ৭৮
প্রিয় জিনিস যখন সর্বনাশের কারণ ৭৮
নিজের সাথেই বিচ্ছেদ ৭৮
সাক্ষাতের আগ্রহ যুহদের মানদণ্ড ৭৮
সমাজ-বিচ্ছিন্নতার ওসিয়ত ৭৯
অন্য গুণাবলির সাথে নির্জনতার উল্লেখ ৭৯
মানুষের সাথে বন্ধুত্বের পরিণাম ৭৯
নির্জনবাস সবার জন্য নয় ৮০
সমাজে থেকেও নির্জনতার ফায়দা লাভ ৮০
মানুষের সাথে মেলামেশার শর্ত ৮১

দুনিয়াকে শূয়োরনীর সাথে তুলনা ১০৪
দুনিয়ার সমুদ্র পারাপারে প্রয়োজনীয় জাহাজ ১০৪
দুনিয়ার ফাঁদ একমুখী ১০৪
দুনিয়া অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ ১০৪
দুনিয়াকে মুকাবিলা করার চেয়ে পরিহার করা উত্তম ১০৫
দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি তৈরির উপায় ১০৫
দুনিয়ায় থেকেও আখিরাতমুখী হওয়ার উপায় ১০৫
ভুল সংশোধনের সময় আছে ১০৬
টাকার কারণে সম্মান পাওয়া একটি বিপদসংকেত ১০৬
কষ্ট করলে সায়িমের মতো, মৃত্যু হবে ইফতারের মতো ১০৬
অতিরিক্ত সম্পদের সংজ্ঞা ১০৭
কম সম্পদেই কল্যাণ, না থাকলে আরও ভালো ১০৮
দুনিয়ার কদর্যতার উপমা ১০৮
দুনিয়া ছেড়ে দেওয়াই সৌন্দর্য ১০৮
পাদ্রীর নসিহত ১০৯
দুনিয়ার পরোয়া ১০৯
দুনিয়াকে বিবেচ্য বিষয় না বানানো ১০৯
দুনিয়াকে পাওয়ার সঠিক উপায় ১০৯
আল্লাহ-প্রেমিকের লক্ষণ ১০৯
ভালো কাজের জন্য প্রসিদ্ধি লাভও বিপদের সম্ভাব্য কারণ ১১০
প্রসিদ্ধি পরিহারে নবিজির তৎপরতা ১১০
অনুসারী ও অনুসৃতের জন্য উপদেশ ১১১
নেতৃত্বের বিপদ ১১২
অনুসারী বৃদ্ধির মাধ্যমে ধোঁকা খাওয়া ১১২
দুনিয়ার সঠিক ব্যবহার ১১৩
দুনিয়া-ত্যাগের প্রকারভেদ ১১৩
দুনিয়াকে প্রাপ্য মর্যাদার চেয়ে বেশি দিয়ে ফেলা ১১৩
গোপন লালসা ১১৪
দুনিয়ার সংজ্ঞা ১১৫
কুপ্রবৃত্তির ভয়াবহতা ১১৫
মারিফাত লাভের উপায় ১১৬
অন্তরের রোগ যখন অন্তরের ওষুধ ১১৬

অনুবাদকের কথা

যুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতা এক অতিপরিচিত শব্দ। তবে এর পরিচিতির ধরন নিয়ে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। সবার কাছে তা সমান মাত্রায় পরিচিত নয়। খুব সম্ভব সাম্প্রতিক সময়ে শব্দটা অনেক বেশি যুলুমের শিকার হয়েছে। অথচ বিশ্বমানবতা যখন পুঁজিবাদের থাবায় বিধ্বস্ত, তখন এর সঠিক চিত্র সবার সামনে হাজির থাকা ছিল এক আবশ্যক বিষয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তা আর হয়নি, বরং কোনো কোনো মহল থেকে এর প্রতি বিতৃষ্ণার জন্ম দেওয়া হয়েছে।

আসলে মুসলিম উম্মাহর সুদীর্ঘ ইতিহাসে যাহিদদের অবদান কতটুকু বা উম্মাহর অধঃপতনে তারা আদৌ দায়ী কি না—তা আলাপের জায়গা এটা নয়। তবে এখানে এটা বলা প্রাসঙ্গিক যে, যুহদ মূলত ইসলামেরই এক অনুষঙ্গ। ইসলাম দুনিয়ার মোহ দূর করার যে বয়ান প্রদান করে থাকে, তার নাম-ই যুহদ। একজন নবি হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ নিজে সর্বপ্রথম ইসলামের সে বয়ানকে নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন। বাকি এটা স্বীকার করতে হবে যে, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও কিছুটা বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, একশ্রেণির মানুষের মাধ্যমে। কিন্তু এ কারণে তো যুহদের মৌলিক কনসেপ্ট আর ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়নি। বরং লক্ষ করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে যুহদ-ই ইনাবাত ইলাল্লাহ তথা আল্লাহ তাআলার সাথে সুসম্পর্ক গড়ার এক শক্তিশালী মাধ্যম। পাঠকদের জন্য বিষয়টি মাথায় রাখা জরুরি।

এখানে আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখা ভালো হবে—যুহদ অবলম্বন করতে হলে দুনিয়া কতটুকু রাখা যাবে বা কতটুকু বিসর্জন দিতে হবে, ইসলাম তার নির্দিষ্ট কোনো সীমা বলে দেয়নি; বরং এটা নির্ভর করে প্রত্যেকের অন্তরের অবস্থার ওপর। এই কারণে আমাদের আলোচ্য কিতাবে দেখা যাবে সালাফগণ এর একেকরকম সংজ্ঞা দিচ্ছেন।

ইমাম বাইহাকি ﷺ এক্ষেত্রে অবশ্য কোনো সংজ্ঞাকে প্রাধান্য দেননি। তেমনিভাবে তিনি যুহদের সামগ্রিক কোনো চিত্রও হাজির করেননি; বরং এ বিষয়ক নানা মাত্রিক বয়ান হাজির করে বিষয়টিকে তিনি পাঠকের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। একজন পাঠককে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। যুহদের যে সংজ্ঞা ও চিত্র তাকওয়া ও সংযমশীলতার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল হবে, তিনি সেটা গ্রহণ করবেন।

যুহদ বিষয়ে ইমাম বাইহাকি ﷺ-এর এ কিতাবটি অতুলনীয়। তিনি যেভাবে যুহদের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ থেকে শুরু করে এ বিষয়ক খুটিনাটি আলাপ করেছেন, তার নজির মেলা ভার। আলহামদুলিল্লাহ, এমন একটি অনবদ্য গ্রন্থ এখন বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে হাজির হতে যাচ্ছে। একে ভাষান্তরের ক্ষেত্রে মূলানুগ থেকে যথাসাধ্য সাবলীল করার চেষ্টা করেছি আমরা। বইয়ের বক্তব্যের নির্ভুল উপস্থাপনে চেষ্টার কমতি করা হয়নি। তবুও কোনো ভুলক্রুটি নজরে পড়লে তা অবহিত করার সবিনয় অনুরোধ রইল।

মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

الْحَمْدُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين، اللّٰهُمَّ صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد:

যুহদ কী?

যুহদ আরবি শব্দ। 'যুহদ' অর্থ অনাসক্তি, অনাগ্রহ, নির্লিপ্ততা, নির্মোহ ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে দুনিয়াবিমুখতাকেই যুহদ বলা হয়। আর ব্যাপকভাবে বলতে গেলে কিয়ামাতের দিন হিসাব-নিকাশের ভয়ে দুনিয়া ও তার চাকচিক্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, নির্লিপ্ত থাকা, অনাগ্রহ প্রকাশ করা ও তা পরিত্যাগ করাকে যুহদ বলে।

কেউ কেউ বলেন, যুহদ হচ্ছে, কিয়ামাতের দিন হিসাব হওয়ার ভয়ে হালাল ও জায়িয বিষয়াদি পর্যন্ত পরিত্যাগ করা এবং কিয়ামাতের দিন শাস্তি পাওয়ার ভয়ে হারাম ও নাজায়িয বিষয়াদি পরিত্যাগ করা।

আবার অনেকেই বলে থাকেন, দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদ ও মজা পরিত্যাগ করে এবং দুনিয়াকে তুচ্ছজ্ঞান করে তা থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে মনোনিবেশ করা।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﷺ, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ ﷺ এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ-এর মতে,

‘পরহেযগারিতা ও যুহদের মাঝে পার্থক্য - যুহদ হলো আখিরাতে যা উপকারে আসবে না, তা পরিত্যাগ করা; এবং পরহেযগারিতা হলো আখিরাতে যা ক্ষতির কারণ হবে, তা পরিত্যাগ করা।’[১]

ইমাম ইবনু কুদামা ﷺ বলেন,

‘(দুনিয়ার) কোনোকিছুর আসক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে তারচেয়ে উত্তম কিছুর দিকে মনোনিবেশ করাই যুহদ।’[২]

সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো- ‘যুহদ’ কী? উত্তরে তিনি বলেন,

‘তাকে নিয়ামাত দেওয়া হলে শুকরিয়া আদায় করে, আর বালা-মুসিবত দ্বারা পরীক্ষা করা হলে সবর করে, আর এটাই যুহদ।’[৩]

তিনি আরও বলেন,

‘যুহদ হচ্ছে সবর করা এবং মৃত্যুর ব্যাপারে সজাগ থাকা।’[৪]

ইমাম সুফিয়ান আস সাওরি ﷺ বলেন,

‘শক্ত খাবার খাওয়া ও মোটা কাপড় পরিধানের নাম যুহদ নয়। বরং দুনিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষী না হওয়া এবং মৃত্যুর ব্যাপারে সজাগ থাকার নামই যুহদ।’[৫]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেন,

‘দুনিয়াকে (দুনিয়ার ভালবাসাকে) অন্তরে ঠাঁই দিয়ে তোমার সামনে যা আছে তা (বাহ্যিকভাবে) পরিত্যাগ করা যুহদ নয়। মূলত দুনিয়াকে (দুনিয়ার ভালবাসাকে) অন্তর থেকে বাদ দিয়ে তোমার হাতের সামনে যা আছে তা

---

[১] আল ফাওয়ায়িদ, ১৮১; মাদারিজুস সালিকীন, ২/১২।

[২] মুখতাসারু মিনহাজিল ক্বাসিদীন, ইবনু কুদামা, ৩৪৬।

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৪৬৮।

[৪] আয-যুহদুল কাবীর, বাইহাকি, ৬৫; তাহযীবুল কামাল, ১১/১০৯; তারীখুল ইসলাম, ১৩/২০০; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৪৬২।

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২৪৩; আয-যুহদ, ইবনু আবিদ দুনইয়া, ৬৩; হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৪৮৬; আয-যুহদুল কাবীর, বাইহাকি, ১৯৪; আল জারহু ওয়াত তা’দীল, ১/১০১।

পরিত্যাগ করাই হলো যুহদ।'[৬]

মূলত আখিরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার নামই যুহদ। কেননা, দুনিয়ার জীবন তো ক্ষণস্থায়ী; আর আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। চিরস্থায়ী জীবনের চিন্তা ছেড়ে ক্ষণস্থায়ী জীবনের পিছনে ছুটে বেড়ানো চরম মূর্খতা বৈ আর কী হতে পারে! আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন,

وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

"আর তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট; অথচ পার্থিব জীবন আখিরাতের তুলনায় ক্ষনস্থায়ী ভোগ মাত্র।"[৭]

সূরা আ'লার ১৭ নং আয়াতে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন,

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

"বরং তারা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, অথচ আখিরাতের জীবন হলো স্থায়ী।'

সূরা ত্ব-হা'র ১৩১ নং আয়াতে তিনি আরও বলেন,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

"আর তুমি কখনো প্রসারিত কোরো না তোমার দু'চোখ সে সবের প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে দুনিয়ার জীবনের জাঁক-জমকস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি। যাতে আমি সে বিষয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করে নিতে পারি। আর তোমার রবের প্রদত্ত রিযক সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিকতর স্থায়ী।"

আমরা দুনিয়াকে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতার একমাত্র ক্ষেত্র বানিয়ে নিয়েছি। অথচ মুমিনের জন্য এই দুনিয়া আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের গন্তব্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্র মাত্র। এখানে আমরা মুসাফিরের মতো রয়েছি, এই দুনিয়া আমাদের আসল ঠিকানা নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত,

---

[৬] ত্বরিকুল হিজরাতাইন, ৪৫৪।

[৭] সূরা র'দ, ১৩ : ২৬।

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

'দুনিয়াতে অচেনা, দরিদ্র অথবা মুসাফিরের মতো থাকো।'[৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا

'দুনিয়া অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার মাঝে থাকা সকল বস্তু। তবে আল্লাহর যিকর ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়, এবং আলিম (উলামা) ও তালিবুল ইলম (ইলম অন্বেষণকারী) নয়।'[৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন,

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

'দুনিয়া হচ্ছে মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত সমতুল্য!'[১০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সরাসরি যুহদ শব্দেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে ,

ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ

'তুমি দুনিয়ার প্রতি যুহদ (অনাসক্তি) অবলম্বন করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন; এবং মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি নিরাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে।'[১১]

অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه-ও যাহিদ হওয়ার জন্য দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ وَسِّع عليّ في الدنيا وزَهِّدني فيها، ولا تُزْوِها عَني وتُرَغبني فيها.

'হে আল্লাহ! দুনিয়া আমার জন্য সুপ্রশস্ত করে দিন, ও দুনিয়ার প্রতি আমাকে যাহিদ বানিয়ে দিন (তথা নিরাসক্ত করে দিন); এবং দুনিয়ার প্রতি আমার আসক্তি ও মন লাগিয়ে দিয়েন না।'[১২]

---

[৮] বুখারি, ৬৪১৬, ৬৪৯২।

[৯] তিরমিযি, ২৩২২; ইবনু মাজাহ, ৪১১২; শুআবুল ঈমান, বাইহাকি, ১৭০৮- হাদীসটির সনদ হাসান।

[১০] মুসলিম, ২৯৫৬।

[১১] ইবনু মাজাহ, ৪১০২- হাদীসটির সনদ হাসান, কতিপয় মুহাদ্দিসদের নিকট এর সনদ যঈফ।

[১২] তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ইবনু আসাকীর, ১৪/২৬৪।

নবিজি ﷺ-এর যুহদের ধরন ও প্রকৃতি যেমন ছিল :

একদা সাহাবায়ে কেরাম দেখতে পেলেন রাসূল ﷺ চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন। এমন কি তার শরীরে চাটাইয়ের দাগ বসে গেল। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আপনার জন্য নরম বিছানার ব্যাবস্থা করে দেব না? তখন তিনি বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো কেবল মাত্র একজন আরোহী, যে একটা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিল, আবার কিছুক্ষণ পর তার গন্তব্যে চলে যাবে।[১৩]

আরেকবার উমার رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কামরায় প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এ সময় তিনি একটা চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ছিলেন। চাটাই এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে আর কিছুই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার একটি বালিশ এবং পায়ের কাছে ছিল সল্‌ম বৃক্ষের পাতার একটি স্তূপ ও মাথার ওপর লটকানো ছিল চামড়ার একটি মশক।

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একপার্শ্বে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেললে তিনি বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, কিসরা ও কায়সার পার্থিব ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবে আছে, অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি পছন্দ করো না যে, তারা দুনিয়া লাভ করুক, আর আমরা আখিরাত লাভ করি?

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। সে সময় তিনি খেজুর পাতায় নির্মিত একটি চাটাইয়ের ওপর কাত হয়ে শোয়া ছিলেন।

একই বিষয়ে সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে,

আমি সেখানে বসে পড়লাম। তিনি তার চাঁদরখানি তার শরীরের ওপর টেনে দিলেন। তখন এটি ছাড়া তার পরনে অন্য কোনো কাপড় ছিল না। আর বাহুতে চটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। এরপর আমি স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামানাদির দিকে তাকালাম। আমি সেখানে একটি পাত্রে এক সা' (আড়াই কেজি পরিমাণ) এর কাছাকাছি কয়েক মুঠো যব দেখতে পেলাম। অনুরূপ বাবলা জাতীয় গাছের কিছু পাতা (যা দিয়ে চামড়ায় রং করা হয়) কামরার এক কোণায় পড়ে আছে দেখলাম। আরও দেখতে পেলাম ঝুলন্ত একখানি চামড়া যা পাকানো ছিল না। তখন তিনি বলেন, এসব দেখে আমার দু' চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি ﷺ বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র, কীসে তোমার কান্না পেয়েছে?

---

[১৩] তিরমিযি, ২৩৭৭; ইবনু মাজাহ, ৪১০৯; মুসনাদু আহমাদ, ৩৭০৯।

আমি বললাম, হে আল্লাহর নবি, কেন অমি কাদব না? এই যে চাটাই আপনার শরীরের পার্শ্বদেশে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। আর এই হচ্ছে আপনার কোষাগার। এখানে সামান্য কিছু যা দেখলাম তা ছাড়া তো আর কিছুই নেই। পক্ষান্তরে ঐ যে রোমক বাদশাহ ও পারস্য সম্রাট, কত বিলাস ব্যসনে ফলমূল ও ঝরনায় পরিবেষ্টিত হয়ে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন করছে। আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং তার মনোনীত ব্যক্তি। আর আপনার কোষাগার হচ্ছে এই! তখন তিনি বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এতে পরিতুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাত আর তাদের জন্য দুনিয়া (পার্থিব ভোগবিলাস)। আমি বললাম, নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট।[১৪]

সাহল ইবনু সাদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন,

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহর নিকট মশার ডানা পরিমাণও হতো, তাহলে তিনি কাফিরদের এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।[১৫]

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলিয়াহ্ অঞ্চল থেকে মদীনায় আসার পথে এক বাজার দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উভয় পাশে বেশ লোকজন ছিল। যেতে যেতে তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চার পাশ দিয়ে যেতে তার কাছে গিয়ে এর কান ধরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহাম দিয়ে এটা ক্রয় করতে আগ্রহী? তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, কোনোকিছুর বদৌলতে আমরা এটা নিতে আগ্রহী নই এবং এটি নিয়ে আমরা কী করব?

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিনা পয়সায় তোমরা কি সেটা নিতে আগ্রহী? তারা বললেন, এ যদি জীবিত হত তবুও তো এটা ত্রুটিযুক্ত ছিল। কেননা এর কান হচ্ছে ছোট ছোট। আর এখন তো সেটা মৃত, আমরা কীভাবে তা গ্রহণ করব? অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! এই বকরীর বাচ্চা তোমাদের কাছে যতটা নগণ্য, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর তুলনায় আরও বেশি নগণ্য।[১৬]

[১৪] বুখারি, ৪৯১৩; মুসলিম, ১৪৭৯, ৩৫৮৩।
[১৫] তিরমিযি, ২৩২০।
[১৬] মুসলিম, ২৯৫৭।

যুহদ ও যাহিদ[৪১] : পরিচয় ও প্রকারভেদ[৪২]

অবহেলিত অনুগ্রহ

১. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন :

نِعْمَتانِ مَغْبُونٌ فِيهِما كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ: الصِّحَّةُ والفَراغُ

"দুটি নিয়ামাত রয়েছে এমন, যার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ উদাসীন। তা হচ্ছে সুস্থতা এবং অবসর।"[৪৩]

যুহদের দুই পিঠ

২. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, "হাতে যা রয়েছে, তার কোনো কিছুর প্রতি অন্তরে প্রশান্তি অনুভূত না হওয়াই যুহদ। আর দুনিয়ার কিছু হাতছাড়া হয়ে গেলে সে জন্য আফসোস না করাও যুহদের অন্তর্ভুক্ত।" এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন :

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

---

[৪১] দুনিয়াবিমুখ। যে ব্যক্তি যুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বন করে, তাকে যাহিদ বলা হয়।—সম্পাদক

[৪২] এ শিরোনামটি আমরা মূল কিতাবে পাইনি। তবে তা ভেতরের আলোচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'আয-যুহদুল কাবীর'-এর সর্বশেষ শামেলা সংস্করণে এ শিরোনাম টানা হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে আমরা তা ঈষৎ পরিমার্জন সহকারে অনুবাদে যুক্ত করে দিয়েছি।—অনুবাদক

[৪৩] বুখারি, আস-সহীহ, ৬৪১২।

“জমিনে এবং তোমাদের ওপর যত বিপদ আপতিত হয়, প্রত্যেকটিই আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।”[৪৪]

৩. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, “আমি আবূ মুসা দাইবালিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘যুহদ কাকে বলে?’ তিনি উত্তরে বলেন: ‘দুনিয়ার কিছু হারিয়ে গেলে আফসোস না করা আর কিছু অর্জিত হলে তাতে আনন্দিত না হওয়া।’”

৪. সাহল ইবনু আলি আবী ইমরান বলেন, “আমি আবূ সুলাইমানকে বলতে শুনেছি: ‘প্রকৃত যাহিদ (দুনিয়াবিমুখ) কখনো দুনিয়ার নিন্দা করে না আবার প্রশংসাও করে না। সত্যি বলতে দুনিয়ার দিকে ফিরেই তাকায় না সে। দুনিয়া পেয়ে আনন্দিতও হয় না, আর তা চলে গেলে দুঃখবোধও করে না।’”

যুহদের ভান

৫. আবূ উসমান সাঈদ ইবনু উসমান আল হান্নাত[৪৫] বলেন, “আমি যুননুনকে বলতে শুনেছি: ‘যে দুনিয়াদারদের সামনে অধিক পরিমাণে দুনিয়ার নিন্দা করে, সে-ই আসলে সবচেয়ে বড় দুনিয়ালোভী। বিশেষত যখন দুনিয়া না পাওয়ার তীব্র জ্বালায় পড়ে, তখন এমন নিন্দা করে সে। গোপনে গোপনে আসলে সে-ই সবচেয়ে বেশি দুনিয়া তালাশ করে।’”

যুহদের আলৌকিকতা

৬. আবূ উসমান সাঈদ ইবনু উসমান আল হান্নাত বলেন, “আমি যুননুন-কে বলতে শুনেছি : ‘যারা এ জগত (আধ্যাত্মিকতা) থেকে ফিরে এসেছে, তারা মাঝরাস্তা থেকেই ফিরে এসেছে। যদি তারা আল্লাহর নিকট পৌঁছুতে পারত, তাহলে মাঝপথ থেকে ফিরে আসত না। তাই হে আমার ভাই, যুহদ অবলম্বন করো। তা হলে আশ্চর্যকর সব বিষয় প্রত্যক্ষ করতে পারবে।’”

---

[৪৪] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২২।

[৪৫] তাঁর মূল নাম খয়্যাত (خياط) হবে। তবে বিভিন্ন কিতাবাদি ও তার নুসখায় হান্নাত (حناط) লেখা আছে।

মানুষের আসল দায়িত্ব

৭. যাহহাক বলেন, “আমি বিলাল ইবনু সা’দকে বলতে শুনেছি : ‘হে রহমানের বান্দারা! আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর যে বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তোমরা তা পালন করছ না। অথচ আল্লাহ তাআলা নিজে যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েছেন, তোমরা আগ বাড়িয়ে তা নিজের ঘাড়ে নিতে চাইছ! এটা তো আল্লাহ-প্রদত্ত মুমিন বান্দার পরিচয় নয়। বুদ্ধিমান কেউ কি সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে বিমুখ হয়ে দুনিয়া তালাশ করতে পারে? জেনে রাখ, আল্লাহর আনুগত্য করে যেমন সাওয়াবের আশা করে থাকো, তেমনি তাঁর অবাধ্যতা করেও শাস্তির ভয় করা উচিত।’”[৪৬]

দুনিয়ার চার অংশ

৮. হাসান থেকে বর্ণিত আছে, আমের ইবনু আব্দে কায়েস বলেছেন : “চারটি বিষয়ের সমন্বয়েই মানুষের জীবন। পোশাক, খাবার, ঘুম ও নারী। এখন শোনো, একজন নারী দেখা আর কোনো দেয়াল দেখা—উভয়টাই আমার কাছে সমান। আর পোশাকের ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে, লজ্জাস্থান ঢাকতে পারলেই হলো। কী দিয়ে ঢাকলাম, তার কোনো পরোয়া করি না। তবে খাবার ও ঘুম—এ দুটি আমার ওপর প্রবল হয়ে যায়। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এ দুটির ক্ষতি করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।” বর্ণনাকারী হাসান বলেন, “আল্লাহর শপথ! তিনি উভয়টারই ক্ষতি করে ছেড়েছেন (অর্থাৎ, খাওয়া ও ঘুমের ওপর নিয়ন্ত্রণ এনেছেন)।”[৪৭]

৯. ইউনুস ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত আছে যে, আমের ইবনু আব্দে কায়েস বলেছেন, “দুনিয়ার চারটি অংশ রয়েছে : অর্থ-সম্পদ, নারী, ঘুম ও খাবার। অর্থ-সম্পদ আর নারীর আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই বাকি দুটির ক্ষতি করে ছাড়ব। এবং আমার চিন্তা-ভাবনাকে অবশ্যই একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলব।”[৪৮]

১০. আসমা ইবনু উবাইদ থেকে বর্ণিত আছে, আমের ইবনু আব্দে কায়েস বলেছেন : “আল্লাহর শপথ! যদি পারি, তাহলে আমার চিন্তা-ভাবনাকে

---

[৪৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/৩৮৬।
[৪৭] ইবনু আবী শাইবা, আল কিতাবুল মুসান্নাফ, ১৩/৪৭২।
[৪৮] ইবনু সাদ, আত তাবাকাতুল কুবরা, ৭/১১২।

অবশ্যই একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ করে ফেলব।” বর্ণনাকারী হাসান বলেন, “কাবার রবের কসম! তিনি আসলেই তেমনটা করতে সক্ষম হয়েছেন।”

আবূ সাঈদ ইবনুল আরাবি বলেন, “যুহদের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে, চিন্তা-ভাবনাকে একমাত্র আল্লাহর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলো, দুনিয়া বা আখিরাতের কোনো ভোগবিলাসের প্রতি নজর দিয়ো না। এটা হলো দুনিয়াবিমুখতার চূড়ান্ত স্তর। দুনিয়া কতটুকু অর্জিত হলো—বেশি না কম—সেদিকে ভ্রুক্ষেপই না করা। মোটকথা, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য সব বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। যেসব মহামানবের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকেন আল্লাহ তাআলা, শুধু তাদের পক্ষেই এমনটি করা সম্ভব।”

একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

১১. শাইবান থেকে বর্ণিত আছে যে, মানসুর বলেছেন, “আমি সাঈদ ইবনু জুবায়েরকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করি :

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

‘যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, দুনিয়াতেই আমি এদেরকে আমলের পূর্ণ ফল ভোগ করিয়ে দেব এবং এতে তাদের কোনো কমতি করা হবে না।’[৪৯]

এর উত্তরে সাঈদ বলেন, ‘এতে ওই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে কেবল পার্থিব ফায়দার উদ্দেশ্যেই আমল করে থাকে। আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা তার উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তার প্রতিদান চুকিয়ে দেন।[৫০] এটি সূরা রূমের এই আয়াতটির মতোই :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ

‘মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না।’”[৫১]

[৪৯] সুরা হুদ, আয়াত : ১৫
[৫০] এই অর্থে আবূশ শাইখ বর্ণনা করেছেন; আদ-দুররুল মানসূর, ৪/৪০৮।
[৫১] সুরা রূম, আয়াত : ৩৯

দুনিয়া-আখিরাত উভয়টি অর্জনের পন্থা

১২. সাল্লাম ইবনু মিসকিন থেকে বর্ণিত আছে, হাসান বাসরি ﵀ প্রায় সময়ই বলতেন : "যুবকেরা! আখিরাত অন্বেষণ করো। এমন অনেককে দেখেছি, যারা আখিরাত তালাশ করতে গিয়ে দুনিয়াও পেয়ে গেছে। কিন্তু এমন কাউকে দেখিনি, যে দুনিয়া অন্বেষণ করতে গিয়ে আখিরাতও পেয়ে গেছে।"

যাহিদের দিনকাল

১৩. হাওশাব বলেন, "আমি হাসান বাসরি ﵀-কে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যার জীবনযাত্রার মান একই ধরনের। যে মাত্র এক টুকরো রুটি খায়, জীর্ণ পোশাক পরে, মাটিতে পড়ে থাকে। সেইসাথে বেশি করে আল্লাহর ইবাদাত করে, গুনাহের কারণে কাঁদে, আল্লাহর রহমত লাভের আশায় শাস্তি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই জীবনযাপন করে সে।'"

দুনিয়ার প্রতি আল্লাহর নির্দেশনা

১৪. সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বলেন, "আমি আবূ হাযেমকে বলতে শুনেছি : 'আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমার সেবা-যত্ন করবে, তুমি তাকে কষ্টে ফেলে দেবে। আর যে আমার আনুগত্য করবে, তুমি তার সেবা-যত্ন করবে।'"[৫২]

১৫. ইবনু উমার ﵄ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবি ﷺ বলেছেন :

من جعل الْهُمُوْمَ همًّا واحدًا كَفَاهُ اللهُ تعالى همَّ آخِرَتِه وَمَنْ تَشَعَّبتْ بِهِ الْهُمُوْمُ لَمْ يُبَالِ اللهُ فِيْ أَيِّ أَوْدِيَتِها هَلَكَ

"কেবল আখিরাতই যার একমাত্র চিন্তার কারণ হবে, তার দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট হয়ে যান। আর যার চিন্তা হবে বহুমুখী, সে কোন উদ্দেশ্য অর্জন করতে গিয়ে কোথায় মরে পড়ে থাকল, সে ব্যাপারে কোনো পরোয়াই করবেন না আল্লাহ তাআলা।"[৫৩]

---

[৫২] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৯৪।
[৫৩] ইমাম বাইহাকি, আল আদাব, পৃ. ৪৯৫।

সর্বক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ

১৭. আবূ উসমান সাঈদ ইবনু ইসমাইল আল ওয়ায়েজ বলেন, "আল্লাহ তাআলা যার একমাত্র উদ্দেশ্য নন, সে সবকিছুতেই আল্লাহর কাছ থেকে ত্রুটিপূর্ণ ফলাফল পাবে। পক্ষান্তরে, সর্বক্ষেত্রে তিনিই যার উদ্দেশ্য, সে আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোথাও শান্তি এবং স্থিরতা পাবে না। কেননা, আল্লাহর অনুরূপ এমন আর কেউ নেই, যার নির্দেশ পালন করে সে প্রশান্তি লাভ করবে। আর আল্লাহর ওপরও কেউ নেই, যার নিকট সে আশ্রয় নিবে। তাই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকৃত শান্তি লাভ করতে পারে না সে।"

দুনিয়াদারের সম্মান

১৮. বিশর থেকে বর্ণিত আছে, আবূ বকর ইবনু আইয়াশ বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোনো দুনিয়াদারকে সম্মান করল, সে ইসলামে একটি বিদআত সৃষ্টি করল।"

দেহ ও অন্তরের যুহদ

১৯. আহমাদ ইবনু আলি ইবনু জাফর বলেন, "আমি ইবরাহীম ইবনু ফাতিক-কে বলতে শুনেছি, জুনায়েদ বাগদাদিকে যুহদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেছেন : 'দুনিয়াবিমুখতা হলো, হাতে অর্থ-সম্পদ না থাকা আর অন্তরে অর্থ-সম্পদ অন্বেষণের মানসিকতাও না থাকা।'"

২০. তিনি বলেন, "রুআইম একদিন জুনায়েদ বাগদাদিকে যুহদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাকে এর উত্তরে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করা এবং অন্তর থেকে দুনিয়ার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে ফেলা।'"

যুহদের স্তর

২১. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ সুলাইমান আদ-দারানি একবার যুহদের প্রথম স্তর সম্পর্কে আবূ সাফওয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আবূ সাফওয়ান উত্তরে বলেন : "যুহদ হচ্ছে দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করা।" আবূ সুলাইমান তখন বলেন, "এটা প্রথম স্তর হলে মধ্যবর্তী স্তর কোনটি? শেষ স্তরই বা কোনটি?" আবূ সাফওয়ান বলেন, "প্রথমত বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হতে হবে, এরপর মন থেকেই বিমুখ হয়ে

যেতে হবে। কেউ এর চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছলেই দুনিয়া তার নিকট তুচ্ছ হয়ে যায়।”

২২. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, “আমি আবূ সুলাইমানকে যুহদের প্রথম স্তর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি আবূ সাফওয়ান আর রুআইনিকে। আবূ সাফওয়ান উত্তরে বলেছেন, ‘প্রথম স্তর হলো দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করা।’”

আবূ সাঈদ বলেন, “একদল আহলুল ইলমকে বলতে শুনেছি : ‘দুনিয়াবিমুখতার প্রথম স্তর হলো, চেষ্টা-কসরত করে অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহ বের করে ফেলা। আর সর্বশেষ স্তর হলো, আপনাতেই অন্তর থেকে সে মোহ বের হয়ে যাওয়া। শেষে এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যে, অন্তরে দুনিয়ার কোনো মূল্যই থাকবে না। দুনিয়ার প্রতি কোনো আগ্রহই জন্মাবে না তাতে। এমনকি তার প্রতি বিমুখতাও না। কেননা, অন্তরে যে বিষয়ের মূল্য থাকে, তার প্রতিই আগ্রহ বা বিমুখতা জন্মানোর প্রশ্ন আসে। মূল্যই যেখানে নেই, সেখানে বিমুখতাও অপ্রাসঙ্গিক।’”

দুনিয়ার প্রতি তাচ্ছিল্য-অহংকার

২৩. আবূ আলি আল-বলখি থেকে বর্ণিত আছে, মুহাম্মাদ ইবনুল ফযলকে যুহদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন : “তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দুনিয়ার প্রতি তাকানো এবং এক ধরনের অহংকার নিয়ে তার থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়া। যে ব্যক্তি দুনিয়ার কিছুকে ভালো মনে করল, সে তো দুনিয়াকেই মর্যাদা দিয়ে দিল।”[৫৪]

২৪. আবূল আব্বাস আর-রাযি বলেন, “আমি ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াযকে বলতে শুনেছি : ‘প্রকৃত যাহিদের (দুনিয়া-বিমুখ) হাত যেমন দুনিয়ার উপকরণ থেকে মুক্ত, তেমনি তার অন্তরেও কোনো দুনিয়াবি উদ্দেশ্য নেই।’”

সুস্থ, পবিত্র, চক্ষুষ্মান, বুদ্ধিমানের পরিচয়

২৫. হাসান ইবনু হাম্মাদ বলেন, আমি আবূ হাম্মাদকে বলতে শুনেছি, “বসরা শহরে গিয়ে আমি মরহুম আত্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘হাসান বাসরি ﵀-এর কোনো সঙ্গী-সাথি কি এখন জীবিত আছেন?’ তিনি বলেন, ‘কেবল

[৫৪] আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ২১৬।

একজন বাকি আছেন।' আমি সে ব্যক্তির নিকট যাই। তাকে বলি, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি যদি আমাকে হাসান বাসরি ﵀-এর এমন কিছু উক্তি শোনাতেন, যার মাধ্যমে আমি উপদেশ গ্রহণ করতে পারব!' তিনি বলেন, 'হাসান বাসরি ﵀ আলোচনার মধ্যে প্রায়সময়ই বলতেন : হে আদম সন্তান! তুমি তো গতকাল এক ফোঁটা বীর্য ছিলে আর আগামীকাল লাশ হয়ে যাবে। এর মধ্যবর্তী সময়টাতে কেবল ময়লা মুছতে হয় তোমাকে। সুস্থ তো ঐ ব্যক্তি, গুনাহ যাকে অসুস্থ করে তোলেনি। পবিত্র হলো ঐ ব্যক্তি, পাপাচার যাকে অপবিত্র করে দেয়নি। যারা দুনিয়াকে সবচেয়ে বেশি ভুলে থাকতে পারে, তারাই আখিরাতকে অধিক স্মরণ করতে পারে। আর যারা বেশি বেশি দুনিয়ার আলোচনা করে, তারাই আখিরাতকে বেশি ভুলে যায়। যে নিজেকে অনিষ্ট থেকে বিরত রাখে, সে-ই আবিদ। যে হারাম কিছু দেখতে পেয়েও তার কাছে যায় না, সে-ই চক্ষুষ্মান। যে কিয়ামাত দিবসের কথা স্মরণ করে এবং সেদিনের হিসাব নিকাশের কথা ভুলে যায় না, সে-ই কেবল বুদ্ধিমান।'"

হালাল জিনিস উপভোগের জবাবদিহিতা

২৬. ইবনুস সিমাক বলেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, উমার ইবনু আবদুল আযীয ﵀ একদিন হাসান বাসরি ﵀-কে চিঠি লিখে বলেন, 'সংক্ষেপে আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' হাসান বাসরি ﵀ তার উত্তরে লিখেন : 'অন্তর এবং দেহের এক ঝামেলার নাম দুনিয়া। পক্ষান্তরে যুহদ হলো অন্তর ও দেহ উভয়ের প্রশান্তির উপাদান। আমরা যে হালাল নিয়ামাত ভোগ করে থাকি, আল্লাহ তাআলা তা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাহলে হারাম কিছু ভোগ করার জিজ্ঞাসাবাদ কেমন হতে পারে, ভাবুন তো!'"

দুনিয়ার জন্য নিজেকে কষ্টে ফেলা

২৭. মুহাম্মাদ ইবনু মুয়াবিয়া আল আযরাক থেকে বর্ণিত আছে, উমার ইবনু আবদুল আযীয ﵀ একদিন হাসান বাসরি ﵀-কে চিঠি লিখে বলেন, "আমাকে সংক্ষেপে কিছু নাসীহাত করুন।" হাসান বাসরি ﵀ তার চিঠির উত্তরে লিখেন : "দুনিয়া-বিমুখতা আপনার নিজেকে এবং আপনার দায়িত্বে থাকা সকল কিছুকে সংশোধিত করে তুলতে পারে। যুহদ অর্জিত হয় ইয়াকিনের মাধ্যমে। আর ইয়াকিন অর্জিত হয় গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে।

আর গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যম হলো উপদেশ গ্রহণ। তাই দুনিয়ার প্রতি একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন, এটা এমন কোনো বিষয় নয়, যার জন্য নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলতে হবে। তখন বুঝতে পারবেন যে, এ লাঞ্ছনাকর দুনিয়া সম্মানের কোনো বস্তু নয়। দুনিয়া তো বিপদ-আপদের বাড়ি এবং উপেক্ষা করার ঘর।”

হালালের ব্যাপারে যুহদ

২৮. হিশাম থেকে বর্ণিত আছে, হাসান বাসরি ﵀ বলেছেন : “আল্লাহর কসম! এমন অনেক মানুষ দেখেছি, যাদের কোনো বিষয়ের তীব্র প্রয়োজন দেখা দিত আর পাশেই থাকত হালাল সম্পদ। কিন্তু প্রয়োজন মেটাতে তারা সে হালাল সম্পদও গ্রহণ করতেন না। লোকে বলতো, ‘আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, এই হালাল সম্পদ দিয়ে প্রয়োজন মেটালেই তো পারেন!’ তারা বলতেন, ‘আল্লাহর কসম! সেটা করব না। আমার আশংকা হয়, এতে আমার অন্তর এবং আমল—সবকিছু বরবাদ হয়ে যাবে।’”[৫৫]

২৯. মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ ইবনু যায়িদা বলেন, “আমি দাউদ ইবনু নুসাইরকে বলতে শুনেছি : ‘দুনিয়া মানেই হালাল-হারামের মিশ্রণ। এটা ছাড়া দুনিয়া চলতে পারে না।’”

যুহদের প্রকারভেদ

৩০. মুতাওয়াক্কিল ইবনুল হুসাইন আল আবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀ বলেছেন : “যুহদ তিন ধরনের। এক ধরনের যুহদ ফরয, আরেক ধরনের যুহদ নফল, তা অবলম্বন না করলেও চলে, আরেক ধরনের যুহদ নিরাপত্তামূলক। ফরয হলো, হারাম বিষয় থেকে যুহদ অবলম্বন করা (অর্থাৎ, হারাম থেকে বিরত থাকা)। নফল যুহদ, যা না করলেও হয়, তা হচ্ছে হালাল বিষয়ে যুহদ অবলম্বন করা (অর্থাৎ, যাতে কোনো সাওয়াব নেই, তা থেকেও বিরত থাকা)। আর নিরাপত্তামূলক হলো সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে যুহদ অবলম্বন করা।”[৫৬]

---

[৫৫] অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে : আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ, পৃ. ২৬০।

[৫৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/২৬, ১০/১৩৭।

৩১. আবূ আহমাদ আল হাসনাবি থেকে বর্ণিত আছে, আবূ হাফস বলেছেন : "হারাম বিষয়ে যুহদ অবলম্বন করা ফরয, বৈধ বিষয়ে তা মুস্তাহাব, আর হালাল বিষয়ে তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ।"

৩২. মুসাইয়াব থেকে বলেন, "আমি ইউসুফ ইবনু আসবাত ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, যুহদ আসলে কী। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন, তা-ই যুহদের ক্ষেত্র। অর্থাৎ, সেগুলোর প্রতি বিরাগী হতে হবে। আর তিনি যা হারাম করেছেন, তাতে লিপ্ত হয়ে গেলে তো আল্লাহ তোমাকে শাস্তিই দেবেন।' অর্থাৎ, হারাম পরিত্যাগ করা তো এমনিই ফরয। সেখানে যুহদের প্রশ্ন আসে না।"[৫৭]

যাহিদের বৈশিষ্ট্য

৩৩. আবদুস ইবনুল কাসিম বলেন, "আমি সিররি সাকতি ﷺ-কে বলতে শুনেছি: 'যাহিদের বৈশিষ্ট্য পাঁচটি। হালাল বিষয়ে কৃতজ্ঞতা আদায় করা; হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা; মৃত্যু কখন চলে আসে, তার পরোয়া না করা; কখন কী খাবার জুটে, তার কোনো পরোয়া না করা; ধনাঢ্যতা এবং দারিদ্র—উভয়টাই সমান মনে হওয়া।"[৫৮]

৩৪. সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বলেন, "যুহরি ﷺ-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা আবূ বকর, যাহিদের পরিচয় কী?' আমি তাকে এর উত্তরে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি হারাম থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং হালাল ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা আদায় করে, সে হলো যাহিদ।'"

আইয়ূব ইবনু হাসসান বলেন, "আমি ইবনু উয়াইনাকে বলতে শুনেছি, 'যুহদের ব্যাপারে আমি এরচেয়ে উত্তম কিছু আর শুনিনি।'"[৫৯]

৩৫. আলি ইবনু আছছাম থেকে বর্ণিত, ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﷺ-কে যুহদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন : "তা হচ্ছে হালাল রিযক অনুসন্ধান করা।"

৩৬. মুহাম্মাদ ইবনু আলি বলেন, "আমি মুখাল্লাদ ইবনু হুসাইনকে বলতে শুনেছি, 'যুহদ হলো হালাল রিযক গ্রহণ করা।'"

[৫৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৩৩৭।

[৫৮] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/২১৯।

[৫৯] ইয়াকুব ফাসাবি, আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ, ৩/৬৩৫।

ধনাঢ্যতা ও দারিদ্র উভয়ই কল্যাণের লক্ষণ

৩৭. আবূ উসমান আল হান্নাত বলেন, "আমি যুননুন-কে বলতে শুনেছি, 'ধনাঢ্যতার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় হচ্ছে কল্যাণের লক্ষণ।

- হারাম অর্থ-সম্পদ পরিত্যাগ করা।
- সম্পদে অবধারিত হক (যাকাত) আদায় করা।
- অহংকার হওয়ার আশঙ্কায় সকলের সাথেই বিনয় অবলম্বন করা।

আর দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে কল্যাণের লক্ষণ হচ্ছে,

- ভাগ্যে যতটুকু রিযক লেখা রয়েছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা।
- নিয়ামাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে হাসিখুশি থাকা।
- অর্থশালীদের সম্পদের প্রতি লোভ প্রদর্শনের কোনো বিষয় যেন নিজের মধ্যে দেখা না যায়, সে জন্য তাদের প্রতি কোনো বিনয় প্রদর্শন না করা।

এবং পরকালকে ভালোবাসার লক্ষণ হলো তিনটি।

- অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করা।
- পরকালের কথা বেশি বেশি স্মরণ করা, সব সময় তার প্রতি আগ্রহ রাখা।
- পরকালের কারণে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা রাখা।'"

পার্থিব সম্মান সাময়িক

৩৮. আল্লাহ্ তাআলার বাণী :

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"আখিরাতের এ নিবাস তো আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যেই।"[৬০]

আহমাদ ইবনু সালাবা বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ মুয়াবিয়া আল আসওয়াদ বলেছেন : "দুনিয়ার অপমান-অপদস্থতাকে তারা ভয় করে না।

[৬০] সূরা কাসাস, ২৮ : ৮৩।

পার্থিব সম্মান লাভের জন্য প্রতিযোগিতায়ও লিপ্ত হয় না।”[৬১]

৩৯. মুহাম্মাদ ইবনু আহইয়াদ আল বলখি বলেন, “আমি আবূ বকর আল ওয়াররাককে বলতে শুনেছি : ‘প্রকৃত সম্মান লাভের আশায় আমি সাময়িক সম্মান বিক্রি করে দিয়েছি। আর প্রকৃত লাঞ্ছনার আশঙ্কায় সাময়িক লাঞ্ছনা কিনে নিয়েছি। আপন প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করাটা নিজেই এক ধরনের শাস্তি।’”

যুহদের প্রশস্ত সংজ্ঞা

৪০. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, “আমি আবূ সুলাইমান আদ দারানিকে বলতে শুনেছি : ‘একবার ইরাকে যুহদের সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। কেউ বলছিল, মানুষের সংস্রব এড়িয়ে চলা হলো যুহদ। কেউ বলছিল, তা হচ্ছে প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগ করা।’ আবূ সুলাইমান বলেন, ‘আসলে তাদের সবার কথাই প্রায় কাছাকাছি ছিল।’ আহমাদ বলেন, ‘যে ব্যক্তি মানুষের সংস্রব এড়িয়ে চলে, সে তো আরও আগেই প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগ করে চলবে।’”[৬২]

কঠিনতর যুহদ

৪১. আবদুল আযীয ইবনু আবান বলেন, “আমি সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি : ‘পার্থিব কোনো বিষয়ে যুহদ অবলম্বনের চেয়ে ক্ষমতা ও পদের ক্ষেত্রে যুহদ অবলম্বন করা বেশি কঠিন।’”[৬৩]

৪২. আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনু শাইবান বলেন, “আমি আবদুল্লাহ আল মাগরিবিকে বলতে শুনেছি : ‘যে ব্যক্তি আপন সুখ-শান্তির ক্ষেত্রে যুহদ অবলম্বন করে, সে সম্মান ও ক্ষমতার ক্ষেত্রেও যুহদ অবলম্বনকারী হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি সম্মান ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে যুহদ অবলম্বন করে, ওলিদের তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।’”

[৬১] সুয়ুতি, আদ দুররুল মানসুর, ৬/৪৪৪।
[৬২] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/২৫৮।
[৬৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/২৩৮।

যুহদ যখন সহজ

৪৩. আবদুল ওয়াহিদ ইবনু আলি বলেন, "আমি আবূ আমর ইবনু নুজাইদকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি সৃষ্টির নিকট সম্মান-প্রতিপত্তি কামনা করে না, তার জন্য দুনিয়া এবং দুনিয়ার বিষয়-আশয় থেকে বিমুখ থাকাটা সহজ হয়ে যায়।'"

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যাহিদ

৪৪. হাম্মাদ ইবনু ওয়াকিদ বলেন, "আমি মালিক ইবনু দিনার ﷺ-কে বলতে শুনেছি : 'লোকে বলে মালিক নাকি যাহিদ হয়ে গেছে! আরে, মালিকের মধ্যে যুহদের কী আছে? তার কাছে আছেই তো মাত্র একটা জুব্বা আর একটা চাদর। যাহিদ তো হলেন উমার ইবনু আবদিল আযীয। দুনিয়া নিজেকে উজাড় করে তার কাছে হাজির হয়েছিল। কিন্তু তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।'"[৬৪]

৪৫. মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল হামিদ থেকে বর্ণিত আছে, ইসহাক ইবনু মানসুর আস সালুলি বলেছেন : "আমি এবং আমার এক সাথি একদিন দাঊদ আত-তায়ি ﷺ-এর কাছে যাই। তখন মাটিতে বসে ছিলেন তিনি। সাথিকে বললাম, 'ইনি হলেন যাহিদ (দুনিয়া-বিমুখ)।' দাঊদ আত-তায়ি ﷺ তখন বলেন, 'আরে যাহিদ তো হলো ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়া লাভের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে।'"[৬৫]

৪৬. আওন ইবনু মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত আছে, উমার ইবনু আবদিল আযীয ﷺ একদিন স্ত্রী-কে বললেন, "ফাতিমা! তোমার কাছে কি এক দিরহাম হবে? একটু আঙ্গুর কিনতাম।" ফাতিমা বললেন, "না।" তিনি বললেন, "কোনো পয়সা-টয়সা?" ফাতিমা এবারও না-সূচক উত্তর দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, একটা কথা। আপনি বর্তমান সময়ের আমিরুল মুমিনীন। আপনার কাছে বুঝি আঙ্গুর কেনার মতো একটা দিরহাম বা পয়সাও নেই!" উমার ﷺ বললেন, "আগামীকাল আমাকে বেড়ি পরিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার তুলনায় এ দীনতাই ভালো।"[৬৬]

---

[৬৪] ইবনুল জাওযী, সিরাতু উমার ইবনু আবদিল আযীয, পৃ. ১৮৪।
[৬৫] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৪৪।
[৬৬] ইবনুল জাওযী, সিরাতু উমার ইবনু আবদিল আযীয, পৃ. ১৮৩।

৪৭. আল্লান ইবনু আহমাদ আল বান্না বলেন, “ইবরাহীম আল বান্নাকে লক্ষ্য করে সিররি সাকতিকে বলতে শুনেছি : ‘বান্না! যে ব্যক্তি ঘৃণাবশত দুনিয়া পরিত্যাগ করে আর যে ব্যক্তি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দুনিয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, তারা উভয়ে সমান নয়।’”[৬৭]

শুধু হারাম পরিহার করাই যুহদ নয়

৪৮. মুহাম্মাদ ইবনু নযর বলেন, “ইবনু মুয়াযকে যুহদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন : ‘যা না হলেই নয়, সেটাও পরিত্যাগ করা হলো যুহদ।’”

৪৯. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ আর-রাযি থেকে বর্ণিত, আবূ আমর আদ-দিমাশকিকে যুহদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, “যুহদ হলো অবৈধ বিষয়ে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কায় বৈধ বিষয় পরিত্যাগ করা।”

৫০. আহমাদ ইবনু ঈসা বলেন, “আমি ইয়াহইয়া ইবনু মুয়াযকে বলতে শুনেছি, ‘যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, সে কীভাবে যাহিদ হতে পারে? যা তোমার অধিকারভুক্ত নয়, তাতে তো জড়াবেই না। তারপর নিজের অধিকারভুক্ত বিষয়েও বিরাগিতা অবলম্বন করবে।’”[৬৮]

৫১. আবূ হাফস ইবনু জালা বলেন, “আমি বিশর ইবনু হারিসকে বলতে শুনেছি: ‘দুনিয়া পরিত্যাগ করাটা যুহদ নয়, বরং যুহদ হলো আল্লাহ ছাড়া সবকিছু পরিত্যাগ করা। যেমন: দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালাম। গোটা দুনিয়ার বাদশা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট তারা ছিলেন যাহিদ।’”

স্রষ্টামুখী হয়ে সৃষ্টিবিমুখ হওয়া

৫২. আবূ সাঈদ আর-রাযি বলেন, “শিবলিকে যুহদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাকে তখন বলতে শুনেছি, ‘বস্তু থেকে মন ফিরিয়ে বস্তুর প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করাই হলো যুহদ।’”[৬৯]

৫৩. বিশর ইবনু হারিস থেকে বর্ণিত আছে, ফুযাইল ইবনু ইয়ায বলেছেন : “কেউ আল্লাহ তাআলার যত গভীর পরিচয় লাভ করে, তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি

[৬৭] ইবনু মানযুর, মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/ ২২০।
[৬৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/১১০।
[৬৯] আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, ১১০।

দুনিয়া পরিত্যাগ এবং নফস ও প্রবৃত্তির বিরোধিতা

নিয়ত অনুযায়ী ফলাফল

২১৪. উমার ﵁ বলেন, "আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

إنَّما الأعمالُ بالنِّيّاتِ وإنَّما لامرئٍ ما نوى فمَن كانت هِجرتُه إلى اللهِ ورسولِه فهِجرتُه إلى اللهِ ورسولِه ومَن كانت هجرتُه لدنيا يُصيبُها أو امرأةٍ يتزوَّجُها فهجرتُه إلى ما هاجَر إليه

'প্রতিটি কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই বলে গণ্য করা হবে।'"[১৬৯]

দুনিয়ার অন্যতম ফিতনা

২১৫. আবূ সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

إنَّ الدُّنياخَضِرةٌ حُلوةٌ، وإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ مُستَخلِفُكم فيها، لِينظُرَ كيف

[১৬৯] বুখারি, আস সহীহ, ১।

تَعمَلونَ، فاتَّقوا الدُّنيا، واتَّقوا النِّساءَ؛ فإنَّ أَوَّلَ فِتنةِ بَني إسرائيلَ كانت في النِّساءِ

"দুনিয়া চাকচিক্যময় মিষ্টি ফলের মতোই আকর্ষণীয়। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তোমাদেরকে এখানে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন যাতে তিনি দেখেন যে, তোমরা কেমন কাজ করো। দুনিয়া ও নারী জাতি থেকে সতর্ক থেকো। কারণ, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা ছিল নারীকেন্দ্রিক।'"[১৭০]

মানুষের প্রকৃত সম্পদ

২১৬.

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের (মৃত্যু থেকে) গাফিল করে দিয়েছে।"[১৭১]

মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু শিখখির তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত নাযিলের পর নবি ﷺ বলেন :

يقولُ ابنُ آدَمَ: مالي مالي، وهل لك مِن مالِك إلّا ما أَكَلْتَ فأفنَيْتَ أو لبِسْتَ فأبلَيْتَ أو تصدَّقْتَ فأمضَيْتَ

"আদম-সন্তান বলে, 'আমার সম্পদ, আমার সম্পদ!' আরে আদম-সন্তান! তোমার সম্পদ তো সেটা, যা তুমি খেয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছ, পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছ এবং দান করে খরচ করছ।'"[১৭২]

দুনিয়ার যে জিনিসটি অভিশপ্ত নয়

২১৭. জাবির ইবনু আবদিল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

الدُّنيا مَلعونةٌ ملعونٌ ما فيها إلّا ما كانَ منها للهِ

"দুনিয়া অভিশপ্ত। এর মাঝে যা আছে সবই অভিশপ্ত; তবে যা আল্লাহর

---

[১৭০] মুসলিম, আস সহীহ, ২৭৪২।
[১৭১] সূরা তাকাসুর, ১০২ : ১।
[১৭২] মুসলিম, আস সহীহ, ২৯৫৮।

জন্য নিবেদিত, তা ছাড়া।”[১৭৩]

কল্যাণ-অকল্যাণের চাবি

২১৮. মুহাম্মাদ ইবনু যাম্বুর বলেন, “আমি ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে বলতে শুনেছি : ‘সকল অকল্যাণ এবং অনিষ্ট যদি কোনো একটি ঘরে রাখা হয়, তাহলে সে ঘরের চাবি হলো দুনিয়ার মোহ। আর যদি সকল কল্যাণ কোনো ঘরে রাখা থাকে, তাহলে তার চাবি হলো যুহদ তথা দুনিয়া-বিমুখতা।’”[১৭৪]

আল্লাহর পরিচয় ভুলে যাওয়া

২১৯. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি থেকে বর্ণিত আছে, আবূ সুলাইমান আদ দারানি বলেছেন : ‘কেউ দুনিয়াকে ভালোবেসে তাকে প্রাধান্য দিতে থাকলে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তাকে আমার পরিচয়ই ভুলিয়ে দেব। সে আমার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, চিনবেই না আমাকে।’”

ইবাদাতের স্বাদ বিনষ্টকারী

২২০. হাসান ইবনু আমর বলেন, “আমি বিশর ইবনু হারিসকে বলতে শুনেছি : ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসে, সে ইবাদাতের মিষ্টতা অনুভব করতে পারে না।’”

ঈসা ইবনু মারিয়াম ﷺ বলেছেন, “দুনিয়ার ভালোবাসাই সকল গুনাহের মূল।”

সকল পাপের মূল

২২১. সুফিয়ান ইবনু সাঈদ থেকে বর্ণিত, ঈসা ﷺ বলতেন : “দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা সকল গুনাহের মূল। আর দুনিয়ার অর্থ-সম্পদের মধ্যে রয়েছে বহু রোগব্যাধি।” তার সঙ্গীগণ তখন জিজ্ঞেস করেন, “সম্পদের রোগব্যাধি কী?” তিনি বলেন, “সম্পদশালী গর্ব এবং অহংকার থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না।” তারা বলেন, “যদি সে নিরাপদ থাকতে পারে, তাহলে?” তিনি

[১৭৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৫৭।
[১৭৪] আবূ আবদির রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ১৩।

বলেন, "তখন সেই অর্থ-সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করতে গিয়েই সে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যাবে।"[১৭৫]

দুনিয়ার চিন্তা এবং পরকালের চিন্তা ব্যস্তানুপাতিক

২২২. জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দিনারকে বলতে শুনেছি : 'দুনিয়ার জন্য যত চিন্তা করবে, অন্তর থেকে পরকালের চিন্তা ততো কমে যাবে। আর পরকালের জন্য যে পরিমাণ চিন্তা করবে, অন্তর থেকে দুনিয়ার চিন্তাই সে পরিমাণ দূর হয়ে যাবে।'"[১৭৬]

২২৩. সাঈদ ইবনু আবদিল আযীয আল হালাবি বলেন, "আমি আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারিকে বলতে শুনেছি : 'যে ব্যক্তি কামনা ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দুনিয়ার প্রতি তাকায়, আল্লাহ তাআলা তার অন্তর থেকে ইয়াকীনের নূর এবং দুনিয়া-বিমুখতা বের করে দেন।'"[১৭৭]

২২৪. জাফর বলেন, "আমি মালিক ইবনু দিনার ﵀-কে বলতে শুনেছি : 'শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে খাবার-পানীয়, ঘুম, শান্তি কোনো কিছুই কাজে আসে না। তেমনিভাবে অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা স্থান লাভ করলে উপদেশ, নসীহত আর অন্তরে প্রভাব ফেলতে পারে না।'"[১৭৮]

২২৫. জাফর থেকে বর্ণিত আছে, মালিক ইবনু দিনার ﵀ বলেছেন : "কোনো এক আহলে ইলম বলেছেন, 'আমি সকল গুনাহের মূলের প্রতি লক্ষ করেছি। যতবারই বিষয়টা পরীক্ষা করেছি, ততোবারই দেখেছি সম্পদের ভালোবাসাই হলো সকল গুনাহের মূল। তাই যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সম্পদের ভালোবাসা দূর করে ফেলতে পারে, সে-ই শান্তি লাভ করতে পারে।'"[১৭৯]

২২৬. আহমাদ ইবনু আবীল হাওয়ারি বলেন, "আমি আবূ সুলাইমানকে বলতে শুনেছি : যদি কারও অন্তরে দুনিয়া স্থান লাভ করে, তাহলে সেখান থেকে আখিরাত বিদায় হয়ে যায়।"[১৮০]

---

[১৭৫] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৮৮।
[১৭৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ, ৩১৯।
[১৭৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৬।
[১৭৮] ইবনু আসাকির, তারিখু দিমাশক, ৩/১৪৬।
[১৭৯] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৮১।
[১৮০] আবূ আব্দুর রহমান আস সুলামি, তাবাকাতুস সুফিয়া, পৃ. ৭৭।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে অধ্যবসায়

আল্লাহর নৈকট্যলাভের পরাকাষ্ঠা

৬০০. আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

مَن عَادَلِيْ وَلِيًّا فقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ، وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بشَيءٍ أحَبَّ إلَيَّ مِمّا افْتَرَضْتُ عليه، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الَّذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها، وإنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وما تَرَدَّدْتُ عن شَيءٍ أنا فاعِلُهُ تَرَدُّدِي عن نَفْسِ المُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ المَوْتَ، وأنا أكْرَهُ مَساءَتَهُ.

"যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে দুশমনি করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিই। আমি বান্দার ওপর যা ফরয করেছি, সেটাই আমার নৈকট্য লাভের সবচেয়ে প্রিয় আমল। আমার বান্দা নফল ইবাদাত দ্বারা আমার অধিক নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নিই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোনো কিছু চায়, তবে তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই

তাকে আশ্রয় দিই। মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে যতটা দ্বিধা করি, আর কোনো কাজ করতে চাইলে ততটা দ্বিধা করি না। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর তার কষ্ট হওয়াটাকে আমি অপছন্দ করি।'"[৪১১]

৬০১. আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

مَنْ آذَىٰ لِيْ وَلِيًّا، فَقَدْ إِسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي، وَمَا تقربَ إِلَيَّ عبدي بمثلِ أداءِ فرائِضي، وإنَّ عَبْدي ليتقرّبُ إِليَّ بالنوافلِ حتى أحبّهُ، فإذا أحببتهُ، كنتُ عينهُ التي يُبصِرُ بها، ويدهُ التي يبطِشُ بها، ورِجْلهُ التي يمشي بها، وفُؤادهُ الذي يَعْقِلُ به، ولسانَهُ الذي يتكلمُ به، إن دعاني أجبتهُ، وإن سألني أعطيتهُ، وما تردّدْتُ عن شيء أنا فاعِلهُ تردُدِي عن موتهُ، وَذَٰلِكَ أنه يَكْرَهُ المَوْتَ وأنا أكْرهُ مُساءتَهُ.

"যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুকে কষ্ট দেয়, সে তার বিরুদ্ধে আমার লড়াইকে বৈধ করে নেয়। আমার ফরয বিধানগুলো আদায়ের মাধ্যমে বান্দা আমার যে পরিমাণ নৈকট্য অর্জন করে, অন্য কিছুর দ্বারা তেমনটা পারে না। আমার বান্দা নফল আমলের মাধ্যমে আমার (আরও) নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার চোখ হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে দেখে থাকে। তার অন্তর হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে বুঝতে পারে। তার জিহ্বা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে কথা বলে। যদি সে আমাকে ডাকে, তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দিই। যদি সে আমার কাছে চায়, তাহলে তাকে প্রদান করি। মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে যতটা দ্বিধা করি, আর কোনো কাজে ততটা করি না। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর তার কষ্ট হওয়াটাকে আমি অপছন্দ করি।"[৪১২]

৬০২. ইউসুফ বিন হুসাইন থেকে বর্ণিত, তিনি যুননুনকে বলতে শুনেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্যশীল হয়ে যায়, আমি তার বন্ধু হয়ে যাই। তাই সে যেন আমার ওপর আস্থা রাখে এবং আমার ওপর নির্ভর করে। আমার সম্মানের কসম! যদি সে আমার নিকট পুরো দুনিয়া ধ্বংস করে

[৪১১] বুখারি, আস সহীহ, ৬৫০২।

[৪১২] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ২৬১৯৩; হাদীসটি সহীহ।

দেওয়ার আবেদন করে, তাহলে আমি অবশ্যই তার জন্য এই দুনিয়া ধ্বংস করে দেব।'"

নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন

৬০৩. আবূ উমামা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

ما يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنَّوافلِ حتّى أحبَّهُ فأكونُ أنا سمعَهُ الَّذي يسمعُ بِهِ وبصرَهُ الَّذي يبصرُ بِهِ ولسانُهُ الَّذي ينطقُ بِهِ وقلبُهُ الَّذي يعقلُ بِهِ فإذا دعاني أجبتُهُ وإذا سألني أعطيتُهُ وإذا استنصرني نصرتُهُ وأحبُّ ما تعبَّدَني عبدي بِهِ النُّصحُ لي

"আমার বান্দা নফল আমলের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। একপর্যায়ে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার চোখ হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে দেখে। তার অন্তর হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে বুঝতে পারে। তার জিহ্বা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে কথা বলে। যদি সে আমাকে ডাকে, তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দিই। যদি সে আমার কাছে চায়, তাহলে আমি তাকে তা দিই। যখন সে আমার নিকট সাহায্য চায়, আমি তাকে সাহায্য করি। বান্দা আমার ইবাদাত করার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হলো আমার হিতাকাঙ্ক্ষা।[৪১৩]

আখিরাতের জন্য দুনিয়াকে ব্যবহার

৬০৪. জারির ইবনু আবদিল্লাহ ﵁ বলেন, নবি ﷺ বলেছেন :

من تزوَّد في الدُّنيا نَفَعَهُ فِيْ الآخرةِ

"মানুষ দুনিয়াতে যে পাথেয় অর্জন করে, আখিরাতে সেটা তার উপকারে আসে।"[৪১৪]

[৪১৩] তাবারানি, আল মুজামুল কাবীর, ৮/২৪৪; হাদীসটির সনদ যঈফ।

[৪১৪] মুখতাসারু তারিখি দিমাশক, ৯/৫৩; হাদীসটির সনদ হাসান।

৬০৫. আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।"[৪১৫]

মুজাহিদ ﷬ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "দুনিয়ায় থাকতেই আখিরাতের জন্য আমল করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে এতে।"[৪১৬]

বাইরে বের হলে ফেরেশতা অথবা শয়তান সাথে থাকে

৬০৬. আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

ما مِن خارجٍ يخرُجُ إلّا ببابِه رايتانِ رايةٌ بيدِ ملَكٍ ورايةٌ بيدِ شيطانٍ فإنْ خرَج فيما يُحِبُّ اللهُ تبِعه الملَكُ برايتِه فلَمْ يزَلْ تحتَ رايةِ الملَكِ حتّى يرجِعَ إلى بيتِه وإنْ خرَج فيما يُسخِطُ اللهَ تبِعه الشَّيطانُ برايتِه فلَمْ يزَلْ تحتَ رايةِ الشَّيطانِ حتّى يرجِعَ إلى بيتِه

"প্রত্যেক প্রস্থানকারীর দরজায় দুটি পতাকা থাকে। একটি পতাকা থাকে ফেরেশতার হাতে, অন্যটি শয়তানের হাতে। মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় কাজে ঘর থেকে বের হয়, তাহলে ফেরেশতা পতাকা নিয়ে তার পেছনে পেছনে যেতে থাকে। ঘরে ফেরা পর্যন্ত ফেরেশতার পতাকার নিচেই থাকে সে। আর যদি আল্লাহ তাআলার অপছন্দনীয় কাজে বের হয়, তাহলে শয়তান তার অনুগামী হয়ে যায়। ঘরে ফেরা পর্যন্ত সে শয়তানের পতাকার নিচেই থাকে।"[৪১৭]

যা কিছু সর্বোত্তম

৬০৭. আমর ইবনু আবাসা আস সুলামি বলেন, "আমি নবি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করি,

مَنْ بَايَعَكَ عَلَى هَذَا الأَمْرِ؟ قَالَ : حُرٌّ وَعَبْدٌ , قَالَ : فَأَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟

[৪১৫] সূরা কাসাস, ২৮ : ৭৭।
[৪১৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ৩৭৭, ৩৭৮।
[৪১৭] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ২/৩২৩; হাদীসটির সনদ হাসান।

قَالَ : الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ ، قُلْتُ : فَأَيُّ الإِسْلامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : الْفِقْهُ فِي دِينِ اللهِ وَالْعَمَلُ فِي طَاعَةِ اللهِ وَحُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ, قُلْتُ : فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، قُلْتُ : فَأَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : إِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَإِفْشَاءُ السَّلامِ ، وَطَيِّبُ الْكَلامِ ، قُلْتُ : فَأَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا ، وَطُولُ الْقُنُوتِ وَحُسْنُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ, قُلْتُ : فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ اللهُ, قُلْتُ فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ, وَهَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ, قُلْتُ : فَأَيُّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ ، فَإِنَّ اللهَ يَفْتَحُ فِيهِ أَبْوابَ السَّمَاءِ ، وَيَطَّلِعُ فِيهِ إِلَى خَلْقِهِ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاءَ

'এই বিষয়ে আপনার হাতে কারা বাইয়াত দিয়েছে?' তিনি বলেন, 'স্বাধীন এবং দাস শ্রেণির লোকেরা।' জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন আমল সর্বোত্তম?'

উত্তরে নবি ﷺ বলেন, 'ধৈর্য, ক্ষমা এবং উত্তম চরিত্র।'

'কোন ইসলাম সর্বোত্তম?'

'আল্লাহর দ্বীনের গভীর জ্ঞান, আল্লাহর আনুগত্য এবং আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা রাখা।'

'কোন মুসলিম সর্বোত্তম?'

'যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।'

'কোন আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়?'

'খাবার খাওয়ানো, সালামের প্রচলন ঘটানো এবং উত্তম কথা বলা।'

'কোন সালাত সর্বোত্তম?'

'সময়মতো, উত্তমভাবে রুকু সিজদাহ করে দীর্ঘ খুশুর সাথে যা আদায় করা হয়।'

'কোন হিজরত সর্বোত্তম?'

'আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন—এমন সবকিছু পরিত্যাগ করা।'

'রাতের কোন সময়টা সর্বোত্তম?'

'শেষ রাতের মধ্যভাগ। কারণ, এসময় আল্লাহ তাআলা আসমানের সব দরজা খুলে দেন এবং সৃষ্টিজীবের প্রতি নজর দেন ও দুআ কবুল করেন।'"[৪১৮]

মানুষের দ্বিমুখিতার স্বরূপ

৬০৮. খুলাইদ বিন দালাজ থেকে বর্ণিত, কাতাদা বলেছেন : "তাওরাতে লেখা রয়েছে, 'হে বনী আদম, আমি তোমাকে রিযক দিই, অথচ তুমি অন্যের দাসত্ব করো। হে বনী আদম, তুমি পাপিষ্ঠদের মতো কাজ করে পুণ্যবানদের সাওয়াব প্রত্যাশা করো? হে বনী আদম, তুমি ঝোপঝাড় থেকে আঙুর সংগ্রহ করতে যাও! যেমন করবে, তেমন ফল পাবে। যেমন ফসল ফলাবে, তেমন ফসলই তোমাকে কাটতে হবে। হে বনী আদম, তুমি যখন আল্লাহর বান্দাদের প্রতি রহম করো না, তখন কীভাবে আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারো? হে বনী আদম, তুমি আমার থেকে পলায়ন করা সত্ত্বেও আমার নিকট মিনতি জানাও?'"[৪১৯]

দুনিয়াতে সত্যিকারের কল্যাণ

৬০৯. সাদ বিন তুরাইফ থেকে বর্ণিত, আলি رضي الله عنه বলেছেন : "অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াটা কল্যাণকর নয়; বরং কল্যাণ হলো আমলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, সহনশীলতা অধিক হওয়া, অতি দ্রুত নিজ প্রতিপালকের ইবাদাতে মগ্ন হওয়া। দুনিয়াতে কেবল দুই ব্যক্তির জন্যই কল্যাণ রয়েছে: এক ব্যক্তি হলো, যে বহু গুনাহ ও পাপাচার করেছে, এরপর তাওবা করে গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করে নিয়েছে। আরেক ব্যক্তি হলো, তাওবা করার পরপরই যার মৃত্যু হয়ে গেছে।"

[৪১৮] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল মুসনাদ, ৪/৩৮৬; হাদীসটির সুনদ হাসান।
[৪১৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয যুহদ, ১০৬ - এ এর কিয়দংশ রয়েছে।

আমলের ফল দুনিয়াতেও মেলে

৬১০. বিলাল ইবনু আবীদ দারদা থেকে বর্ণিত, আবূদ দারদা বলেছেন : "যা কিছু দেখে আশ্চর্যান্বিত হও, তা তোমাদেরই আমলের ফল। যদি তোমাদের আমল ভালো হয়, তাহলে তো বেশ, বেশ! আর যদি আমল মন্দ হয়, তাহলে আফসোস আর আফসোস। আমি নবি ﷺ থেকে এমনটিই শুনেছি।"[৪২০]

৬১১. আবূ কিলাবা থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন :

البِرُّ لا يَبْلَى، والإثمُ لا يُنْسى، والدَّيّانُ لا ينامُ، فكن كما شِئْتَ، كما تَدِينُ تُدانُ

"পূণ্যময় কাজ কখনো পুরাতন হয় না। পাপাচারের কথা কখনো ভুলা হয় না। মহান বিচারক আল্লাহ তাআলা ঘুমান না। অতএব, তোমার যেমন ইচ্ছা তেমন হতে পারো। যেমন করবে, তেমন ফল পাবে।"[৪২১]

মানুষের নিজের বেছে নেওয়া গুরুভার

৬১২. আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

"আমি আসমান, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করেছিলাম, এরা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং ভীত হলো।"[৪২২]

আতিয়্যা থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু উমার رضي الله عنه এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "আসমান, জমিন এবং পাহাড়কে আল্লাহর আনুগত্য করার এবং তাঁর অবাধ্যতার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তারা এই দায়িত্ব নিতে রাজি তো হয়ইনি, উলটো ভয় পেয়ে গেছে। পরে তা আদম عليه السلام-এর সামনে পেশ করে বলা হয়েছে, 'আপনি কি এই বিষয়টি নেবেন?' তিনি বলেন, 'কী এটা?'

[৪২০] নুরুদ্দিন হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/ ২৩১; এটা কেবল এই সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। এর মতন গরিব। কেবল উকাইলি এটা বর্ণনা করেছেন।

[৪২১] আবদুর রাযযাক সানআনি, আল মুসান্নাফ, ১১/ ১৭৮, ১৭৯; এর সনদ মুরসাল ও মুনকাতি।

[৪২২] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭২।